OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 129 - 132
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 129 - 132
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা সাহিত্যের দু-জন জনপ্রিয় মহিলা গোয়েন্দা : একটি পর্যালোচনা

পারমিতা চ্যাটার্জি
রিসার্চ স্কলার, বি. বি. এম. কে. ইউনিভার্সিটি, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড
Email ID: para969696@gmail.com
0009-0002-5523-3124

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Bengali litreture, Detective story, Lady detectives, Tapan Bandyopadhay, Goyenda Gargi, Manoj Sen, Goyenda Domoyonti, Pravabati debi Saraswati, Krisna, Sikha, Sherlok Homes.

Abstract
Detective stories hold universal appeal due to their blend of suspense, crime, and resolution of mystery. Readers are drawn to narratives where they can engage with the unraveling of enigmatic events. In English literature, Sherlock Holmes dominates the genre, while Bengali literature features iconic male detectives such as Sharadindu Bandyopadhyay's Byomkesh, Satyajit Ray's Feluda, Swapan Kumar's Deepak, Nihar Ranjan's Kiriti, and Syed Mustafa Siraj's Cornel. Female detectives were historically scarce, though Prabhavati Devi pioneered the field with Krishna and Shikha in the 'Kumarika', 'Prohelika' series, intended to present adventure stories for girls. Contemporary Bengali literature has seen a notable rise in female detective protagonists created by male authors. Tapan Bandyopadhyay's Gargi, a mathematician turned detective after her sister's murder, balances professional leadership, family life, and relentless pursuit of mysteries. Her stories, published in nine collections by Deys Publishing, are marked by accessible language, intricate plotting, and strong characterization, with Gargi's femininity remaining integral to her identity. Similarly, Manoj Sen's Damayanti, a history professor and amateur detective, solves cases through careful analysis of past and present. Her narratives blend romance and intellect, establishing her as a distinct figure in the genre. Both characters draw their names from Puranic figures, Vidushi Gargi and Buddhimati Damayanti, reflecting intelligence and wisdom. Their creation by male writers demonstrates a shift away from gender bias in Bengali detective fiction. Gargi and Damayanti have achieved significant popularity, fulfilling a long-standing gap in the genre and affirming that mystery and deduction transcend gender.

Discussion

গোয়েন্দা গল্পের অল্পবিস্তর ভক্ত আমরা প্রায় সকলেই। পাঠকের রুচি ও ভালবাসার নিরিখে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার প্রতি তাদের অনুরাগ জন্মায়। তবে যেকোনো গল্প মাত্রেই যে পাঠকপ্রিয় হয়ে উঠবে তা কিন্তু নয়। আবার এমনও কোনো বিষয়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 129 - 132
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আছে, যা আমাদের মনের অগোচরে আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। শুধুমাত্র ভালোবাসার টানে সেই গল্পগুলি আমরা পড়ে যেতে পারি দীর্ঘদিন ধরে। এমন একটি শাখার গল্প হল গোয়েন্দা গল্প। যে গল্পের মধ্যে বর্তমান থাকে কৌতুহলময় ঘটনার টানাপোড়েন, অপরাধের সম্ভাবনা এবং সবশেষে রহস্যের উন্মোচন। রহস্যময় ঘটনা বরাবরই মানব মনকে আকৃষ্ট করে। রহস্য কাহিনিগুলি লেখক এমনভাবে রচনা করেন যাতে তাঁর রহস্য সন্ধানের সঙ্গে পাঠকও ধীরে ধীরে একাত্ম হয়ে যান কাহিনির মধ্যে এবং চেষ্টা করেন রহস্যের সমাধান করতে।

বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্প রচনার প্রথম দিকের সময়টিতে ইংরেজি সাহিত্যের ডিটেকটিভ গল্পগুলির প্রভাব একটা সময় পর্যন্ত লক্ষ করা গেছে। সচরাচর ইংরেজি সাহিত্যের গোয়েন্দা গল্পগুলির আলোচনায় যেমন ডিটেকটিভ শার্লক হোমসের নাম সর্বাগ্রে উঠে আসে তেমনই বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্প আলোচনার ক্ষেত্রে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭০) 'ব্যোমকেশ' বা সত্যজিত রায়ের (১৯২১-১৯৯২) 'ফেলুদা' অথবা স্বপনকুমারের (১৯২৭-২০০১) 'দীপক' বা নীহাররঞ্জনের (১৯১১-১৯৮৬) 'কিরীটী' অথবা সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের (১৯৩০-২০১২) 'কর্নেল' - এই চরিত্রগুলিই ঘুরেফিরে আসে। আশ্চর্যের বিষয় হল এই চরিত্রগুলি সবকটিই পুরুষ চরিত্র। এঁদের মধ্যে মহিলা চরিত্র খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে এই মুশকিলেরও সমাধান হয় এবং সেটির সূত্রপাত ঘটে প্রভাবতী দেবীর হাতে।

এখনো পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রভাবতী দেবী বাংলা সাহিত্যে আমদানি করেন তাঁর দুটি মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র। দেব সাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত হওয়া 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ও 'প্রহেলিকা', 'কুমারিকা' সিরিজে এদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এরা দুজনে হলেন গোয়েন্দা কৃষ্ণা ও গোয়েন্দা শিখা। এদের আবির্ভাবের কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রভাবতী দেবী বলেছেন, -

> "শুধু ছেলেদের ছাড়া মেয়েদের 'অ্যাডভেঞ্চারে'র বই এ পর্য্যন্ত কেউ লেখেন নি। এই কারণেই 'কুমারিকা সিরিজের' আবির্ভাব। কোন আকস্মিক বিপদ এলে কলেজের মেয়েদের যা করা প্রয়োজন, 'কুমারিকা সিরিজ' পড়লেই তার ইঙ্গিত পেয়ে যাবে।"[১]

বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দা পেশার্টির প্রবর্তনের সময় থেকে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত পুরুষ গোয়েন্দার পরিচিত ও প্রচলন যতটা ছিল, গোয়েন্দা হিসেবে মহিলাদের আগমন ও তাদের কীর্তিকলাপ ততটা ছিল না। যদিও আবির্ভাবের পর এঁরা স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের স্থান পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন তবু কিছুক্ষেত্রে মনে হয় আরো একটু জনপ্রিয়তা ও সম্মান প্রাপ্তি এঁদের এখনো বাকি রয়েছে। বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে মহিলা গোয়েন্দাদের জনপ্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে না, এই বিষয়টি নিয়ে আক্ষেপ করা ততদিন হয়তো সমুচিত ছিল যতদিন না পর্যন্ত লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গার্গী' চরিত্রটি ও মনোজ সেন তাঁর 'দময়ন্তী' চরিত্রটিকে বাংলা সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করিয়েছিলেন। সুচিত্রা ভট্টাচার্যও তাঁর 'মিতিন মাসি' চরিত্রটি তৈরি করে পাঠক সমাজে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন একথা সত্য, কিন্তু মিতিনের গল্পগুলির অধিকাংশই কিশোর কিশোরীদের জন্য লেখা। গার্গী বা দময়ন্তীর গল্পগুলি প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য আদর্শ। সেকারণে আমরা সার্বিকভাবে আমাদের আলোচনায় সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পগুলিকে বর্তমানে অন্তর্ভুক্ত করলাম না।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে তাঁর 'গার্গী' চরিত্রটিকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠকের সামনে প্রস্তুত করেছিলেন। পেশাগত দিক থেকে তিনি নিজে ছিলেন সরকারি আমলা, সে কারণে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহকে মাথায় রেখে তিনি গার্গীর জন্য তৈরি করেছিলেন নানা ধরনের প্রেক্ষাপট। গার্গীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা, অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দাগল্পপ্রিয় পাঠকেরা যেন বহুদিনের এক অপূর্ণ চাহিদাকে পরিপূর্ণ হতে দেখলাম। গার্গীর প্রথম গল্প 'ঈর্ষার সবুজ চোখ' আনন্দবাজারে যখন প্রকাশিত হচ্ছিল তখন এর জনপ্রিয়তা ছিল অসামান্য। পাঠকেরা পরবর্তী সংখ্যার জন্য আকুল ভাবে প্রতীক্ষা করতেন। গোয়েন্দা গল্পের মূল সুরটিকে লেখক খুব ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। সেকারণে তিনি ঘটনার ঘনঘটায় গার্গীকে এবং তার প্রেক্ষাপটগুলিকে বিস্তৃত করলেও মূল ব্যাখ্যা এবং আখ্যানটিকে ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছেন বরাবরই। এ পর্যন্ত পাওয়া গার্গীর গল্পগুলি নিয়ে দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে নটি গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র। আকারের দিক থেকে এরা যথেষ্ট বড়। প্রায় প্রত্যেকটি কাহিনিকেই পাঠক অত্যন্ত সমাদরে গ্রহণ করেছে। তার মূল

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 129 - 132
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কারণ হল, গার্গীর গল্পগুলির বিভিন্ন ধরনের প্রেক্ষাপট এবং মূল সমস্যাটিকে কেন্দ্রে রেখে তার চারপাশে অসংখ্য ছোটো ছোটো ঘটনার বুননের মাধ্যমে সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে যাওয়ার যে সরলরৈখিক প্রচেষ্টা তা পাঠককে আকৃষ্ট করেছে বরাবর। গার্গীর সমস্যাময় জীবনের হাত ধরেই শুরু হয় তার গোয়েন্দাগিরির সূত্রপাত। ম্যাথসের ছাত্রী ছিল সে। কিন্তু ঘটনাক্রমে বোন ঐন্দ্রিলার মৃত্যুতে তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। সে একপ্রকার বাধ্য হয় সায়নকে বিয়ে করতে। এরপরে ধীরে ধীরে ঐন্দ্রিলার খুনিকে আবিষ্কার করতে পারার পর তার নিজের জীবনের স্বচ্ছতা সম্পর্কে সে তার পায়ের তলায় শক্ত মাটি খুঁজে পায়। পরবর্তী সময়ে তার জীবনের উত্থান হয়েছে রকেটের গতিতে। সে একটা বড় কোম্পানির পদভার গ্রহণ করেছে। কিছু বছর পর তার জীবনে এসেছে তার সন্তান লুনা। স্বামী, সন্তান নিয়ে আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতো সংসার করলেও রহস্যময় ঘটনারা তার পিছু ছাড়েনি কখনোই, বা বলা ভালো সে রহস্যময় ঘটনা দেখলে স্থির থাকতে পারেনি, ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার মধ্যে। নিজের ক্ষতির পরোয়া না করে রহস্যের অন্তস্থল পর্যন্ত গিয়ে প্রমাণসহ ধরে ফেলেছে অপরাধীকে। গার্গীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাক্রম আমরা যদি অনুধাবন করে দেখি তাহলে দেখব, লেখক কিন্তু তার সমস্ত গল্পের মধ্যে গার্গীকে একজন গোয়েন্দা ছাড়াও নারী হিসেবে তার নারীত্বের দিকটিকে সুপরিস্ফুটিত করে তুলতে কখনোই ভুলে যাননি।

গার্গীর গল্পগুলিতে চরিত্রদের মুখে লেখক যে ধরনের ভাষা বসিয়েছেন তা আমাদের বর্তমান জীবনের কথ্য ভাষা। ভাষা যখন সুললিত, সচ্ছন্দ হয়, তখন তা সহজেই পাঠকের কাছে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। ফলে গার্গীর জটিল সমস্যাগুলির মধ্যে এই ভাষার নিরন্তর বয়ে যাওয়ার যে স্রোত তা পাঠককে আকৃষ্ট করে রেখেছে প্রথম থেকে শেষ অব্দি। গার্গীর গল্পগুলির মধ্যে আরেকটি বিশেষত্ব লক্ষ করা যায় তা হল, তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে এই রহস্যময় ঘটনাগুলোর আবির্ভাব ঘটেছে অনেকবারই। যেমন ধরাযাক সে কোথাও বেড়াতে গেছে। তারই মধ্যে তৈরি হয়েছে রহস্যময় ঘটনার ঘনঘটা। আবার সন্তান সম্ভাবনার কারণে সে যখন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে তখনও সেই হাসপাতালে আকস্মিকভাবে ঘটে গেছে খুন এবং মৃত্যু। এমতাবস্থায়ও গার্গীকে তদন্তের রাস্তা থেকে সরানো সম্ভব হয়নি। নিজের জীবনের এবং শারীরিক অবস্থার পরোয়া না করেও সে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে রহস্যের তদন্ত সন্ধানে।

একজন মহিলা 'বিজনেসওমেন' হিসাবে পরিচয় লাভ করা এবং তার সঙ্গে তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরার ভাঁজে রহস্য ও রহস্য সমাধানের গল্পগুলিকে মিলিয়ে পেশ করবার জন্য লেখককে যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করতে হয়েছে। মানব জীবনের যে বহমানতাকে কেন্দ্র করে লেখকে বৃত্তটিকে সম্পূর্ণ করেছেন সে কারণে একজন মহিলা চরিত্র হিসেবে গার্গী কখনোই খেলো হয়ে যায় নি। কোনো কমিক রিলিফ এই গল্পগুলির মধ্যে গল্পের পরিণতি লঘু করার জন্য প্রয়োজন হয়নি। রহস্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তার সমাধান করতে চাওয়ার ইচ্ছাই তাকে রহস্য সমাধানের পথে ঠেলে দিয়েছে।

ঠিক কাছাকাছি এইরকমই মানসিকতার অধিকারী, মনোজ সেনের রচিত চরিত্রটি, যার নাম দময়ন্তী। দময়ন্তী পাঠকের চোখে ভারী মিষ্টি একটি মেয়ে, গার্গীর স্বভাবের মধ্যে একটা আপাতকাঠিন্য ভাব থাকলেও দময়ন্তীর মধ্যে সেটি দেখা যায় না। পেশাগত দিক থেকে সে ইতিহাসের অধ্যাপিকা। তার স্বামী একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার। তবে যাকে পুরোপুরি প্রাইভেট ডিটেকটিভ বলা হয় সে তা কিন্তু নয়। সে শখে গোয়েন্দাগিরি করে থাকে। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন,

> "দময়ন্তী ঠিক পেশাদার গোয়েন্দা নয়। সে একবার তার স্বামীর বাল্যবন্ধু একজন পুলিশ অফিসারকে একটি গোলমেলে কেসের সমাধান করে দেয়। তখনই জানা যায় যে তার অপরাধ - রহস্য সমাধান করবার প্রতিভা আছে। সেই গল্পটি দিয়েই আমার গোয়েন্দা গল্পে হাতেখড়ি।"[২]

দময়ন্তী সিরিজের প্রথম গল্পের নাম 'সরল অংকের ব্যাপার'। প্রকাশিত হয়েছিল রোমাঞ্চ পত্রিকায়। ধীরে ধীরে দময়ন্তীর আরো কাহিনি প্রকাশিত হতে শুরু করে। 'নকল হিরে', 'রাজমহিষীর রহস্য', 'সূর্যগ্রহণ', 'পর্বতো বহ্নিমান' ইত্যাদি গল্পের মাধ্যমে পাঠকমনে দময়ন্তী তার স্থান প্রতিষ্ঠিত করে নিতে থাকে। দময়ন্তী ও তার স্বামী সমরেশের ভাষা এই গল্পগুলিকে একটি রোমান্টিক টাচ দিয়েছে একথায় সন্দেহের অবকাশ নেই। রহস্য সমাধানের জন্য দময়ন্তী পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সমগ্র

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 16
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 129 - 132
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঘটনাটিকে ভাবতে পছন্দ করে। সে ঘটে যাওয়া ঘটনার ইতিহাস ও বর্তমান তলিয়ে দেখে। ফলে কার্যকারণ সম্বন্ধটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অপরাধীকে ধরতে তার ভুল হয় না।

কৌতুহল ও রহস্যময়তা মানব জীবনের প্রায় অবিচ্ছেদ অঙ্গ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙালিরা তাদের কথায় যেমন বিভিন্ন প্রবাদ প্রবচনের প্রয়োগ করে তেমনি তাদের কথার মধ্যে দ্ব্যর্থবোধক অর্থও থাকে প্রচুর। একটি শব্দ বা ভাষাকে প্রয়োগের ভঙ্গিতে কিভাবে তার অর্থ বদলে দেওয়া যায় এর উদাহরণ বাংলা ভাষায় পাওয়া যায়। গোয়েন্দা গল্পে এই ভাষার যথাযোগ্য প্রয়োগের ব্যাপারটি যেকোনো লেখকের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ।

গোয়েন্দা গল্পে পাঠকের জন্যও কয়েকটি চ্যালেঞ্জ থাকে। প্রথমত গোয়েন্দা গল্পের মধ্যে এমন ঘটনার ঘনঘটা তৈরি হয় যাতে রহস্যময় পরিবেশ বেশ ঘোরালো হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এককথায় বলা যেতে পারে ঘটনার মধ্যে সচরাচর সাধারণ সমীকরণগুলি মেলে না। দ্বিতীয়টি হল, এমন একজন গোয়েন্দার আবির্ভাব ঘটানো যে একদিকে পাঠকেরও মনোরঞ্জন করবে আবার ঘটনার রহস্যের সমাধানও করবে সুনিপুণভাবে এবং শেষে প্রমাণ সমেত অপরাধীকে হাতেনাতে ধরবে।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হল বাংলা সাহিত্যের এই দুটি জনপ্রিয় মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন দুজন পুরুষ সাহিত্যিক। গার্গী এবং দময়ন্তী এই দুটি নামই পুরাণ থেকে নেওয়া, দুজনেই হয়তো এদের নামকরণের সময় বিদুষী গার্গী এবং বুদ্ধিমতী দময়ন্তীর বিভিন্ন কাহিনি মনে রেখেছিলেন। সর্বোপরি এরা দুজনেই বাংলা সাহিত্যে লিঙ্গবৈষম্যকে প্রাধান্য দেননি। সে কারণে এঁরা দুটি মানসকন্যার সৃষ্টি করেছেন, যারা তাদের বুদ্ধির পরিচয়ে পরিণত হয়েছে, পরিচিত হয়েছে এবং পাঠক মনে সৃষ্টি করতে পেরেছে বিপুল জনপ্রিয়তা।

Reference:

১. সরস্বতী, প্রভাবতী দেবী, গোয়েন্দা কৃষ্ণা, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০২০, জানুয়ারি, পৃষ্ঠা ভূমিকা অংশ।
২. সেন, মনোজ, রহস্য সন্ধানী দময়ন্তী সমগ্র (১), বুক ফার্ম, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৯, কলকাতা, ভূমিকা অংশ।